ব্রি ধান১১২

সমৃদ্ধির জন্য ধান

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ফ্যাক্ট শীটঃ আমন ধানের জাত

জাত পরিচিতি

ব্রি ধান১১২ এর কৌলিক সারি নং- BR11716-4R-102, এই কৌলিক সারিটি CN-4 এবং BRRI dhan67-এর সংকরায়ণের মাধ্যমে উদ্ভাবিত। ২০১৫-১৬ সালে সংকরায়ণ (Crossing)) সম্পন্ন করার পর Modified Field RGA পদ্ধতিতে দ্রুত জেনারেশন এডভান্স/অগ্রসর করে Forward breeding এবং Marker-assisted selection এর মাধ্যমে জেনেটিক্যালি ফিক্সড লাইন তৈরি করার পর প্রচলিত প্রজনন পদ্ধতিতে সাতক্ষীরার লবণাক্ত অঞ্চলে ও অনুকূল পরিবেশে সুনির্দিষ্ট এবং পর্যায়ক্রমিক Yield evaluation trial এর মাধ্যমে চূড়ান্ত কৌলিক সারি নির্বাচন করা হয়। উল্লেখ্য যে, ২০১৬-১৭ সালে F_1 নিশ্চায়নের (Confirmation) পর থেকে জাত উদ্ভাবনের মোট সময়কাল (Product cycle) সাড়ে সাত (৭.৫) বছর, যা পূর্ববর্তী জাত উদ্ভাবনের সময়কাল (Product cycle) হতে তিন থেকে চার (৩-৪) বছর কম। এছাড়া উল্লিখিত কৌলিক সারিটি ব্রি'র গবেষণাগারে Transforming Rice Breeding Process (রূপান্তরিত আধুনিক ধানের প্রজনন প্রক্রিয়া) অনুসরণ করে ও দেশের বিভিন্ন লবণাক্ততা প্রবণ ও অলবনাক্ত অনুকূল উভয় অঞ্চলে ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং কৃষকের অংশগ্রহণের মাধ্যমে জাত নির্বাচন প্রক্রিয়ায় রোপা আমন মওসুমে ব্রি ধান৭৩ জাতের চাষাবাদ উপযোগী এলাকায় ফলন পরীক্ষায় সন্তোষজনক ফলাফল পাওয়া যায়। যা পরবর্তীতে ২০২৩ সালে জাত হিসাবে ছাড়করণের জন্য সারাদেশে (লবণাক্ততা প্রবণ ও অলবণাক্ত অনুকূল উভয় অঞ্চলে) চাষাবাদের জন্য চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয়।

জাতের বৈশিষ্ট্য

- ব্রি ধান১১২ রোপা আমন মওসুমের উপযুক্ত লবণাক্ততা সহনশীল ধানের জাত।
- এ জাতের ডিগপাতা প্রচলিত ব্রি ধান৭৩ চেয়ে খাড়া।
- এ ধান লবণাক্ততার মাত্রা ভেদে হেক্টর প্রতি ৪.১৪-৬.১২ টন ফলন দিতে সক্ষম, যা ব্রি ধান৭৩ এর থেকে ১.০-১.৫ টন/হে. বেশি।
- গাছের উচ্চতা ১০৩-১০৫ সে.মি.।
- গাছের কান্ড মজবুত এবং ঢলেপড়া প্রতিরোধী (Lodging tolerant).
- এ ধানের শীষে পুষ্ট দানার সংখ্যা গড়ে ২১০টি, যা ব্রি ধান৭৩ এর থেকে ৮০-৯০টি বেশি।
- এই জাতটিতে *Gnla* জিনের উপস্থিতির কারনে শীষে দানার (স্পাইকলেটের) সংখ্যা বাড়ে।
- চালে অ্যামাইলোজের পরিমাণ ২৮.১%।
- চাল মাঝারি চিকন, সাদা এবং ভাত ঝরঝরে।

এ জাতের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা

ব্রি ধান১১২ এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো চারা অবস্থায় ১২ ডিএস/ মি. (৩ সপ্তাহ পর্যন্ত) লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে। উপরন্ত এ জাতটি অংগজ বৃদ্ধি থেকে প্রজনন পর্যায় পর্যন্ত লবণাক্ততা সংবেদনশীল সকল ধাপে (Salt-sensitive stages) ৮ ডিএস/ মি. মাত্রার লবণাক্ততা সহ্য করে ফলন দিতে সক্ষম। এ জাতটির দানা মাঝারি চিকন ও শীষ থেকে ধান সহজে ঝরে পড়ে না। জাতটির জীবনকাল কম হওয়ায় উপকূলীয় লবণাক্ত অঞ্চলে ফসল কর্তনের পর মধ্যম উঁচু থেকে উঁচু জমিতে সূর্যমূখী ও লবণ সহনশীল সরিষা আবাদের সুযোগ তৈরি হবে।

ব্রি ধান১১২

জীবনকাল: জাতটির গড় জীবনকাল ১২০-১২৫ দিন।

ফলন: উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে ব্রি ধান১১২ চাষে হেক্টর প্রতি গড়ে ৫.১ টন ফলন পাওয়া যায়। তবে লবণাক্ততার মাত্রাভেদে সর্বনিম্ন ৪.১৪ টন/ হেক্টর থেকে সর্বোচ্চ ৬.১২ টন/ হেক্টর পর্যন্ত ফলন পাওয়া যায়। উল্লেখ্য যে, অনুকূল পরিবেশে এবং কম লবণাক্ততায় জাতটি সর্ব্বোচ্চ ৭.০৮ টন/ হেক্টর পর্যন্ত ফলন দিতে সক্ষম।

চাষাবাদ পদ্ধতি

ব্রি ধান১১২ রোপা আমন মওসুমে দেশের প্রায় সব জেলায় চাষাবাদ উপযোগী। চাষাবাদ পদ্ধতি অন্যান্য উফশী আমন জাতের মতোই।

১. **বীজ তলায় বীজ বপন:** ১ জুলাই থেকে ৩০ জুলাই পর্যন্ত অর্থাৎ (১৭-১৫ শ্রাবণ)।
২. **চারার বয়স:** ২৫-৩০ দিন।
৩. **রোপণ দুরত্ব:** ২০ সে.মি × ১৫ সে.মি
৪. **চারার সংখ্যা:** গোছা প্রতি ২-৩টি।
৫. **সার ব্যবস্থাপনা (কেজি/বিঘা):** মাঝারি উঁচু থেকে উঁচু জমি এ ধান চাষের জন্য উপযুক্ত। সারের মাত্রা অন্যান্য উফশী ধানের জাতের মতোই।

৫.১ ইউরিয়া	টিএসপি/ডিএপি	এমওপি	জিপসাম	জিংক
২৪	১১.৬	১৪	৯	১

আরো তথ্যের জন্য ঃ
পরিচালক (গবেষণা), ব্রি। ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ফ্যাক্ট শীটঃ আমন ধানের জাত

৫.২ সর্বশেষ জমি চাষের সময় তিন কিস্তি ইউরিয়া সারের প্রথম কিস্তি, সবটুকু টিএসপি, এমপি, জিপসাম এবং জিংক সালফেট সার প্রয়োগ করা উচিত। ইউরিয়া সারের ২য় কিস্তি রোপনের ১০-১৫ দিন পর অর্থাৎ গোছায় কুশি দেখা দিলে এবং ৩য় কিস্তি রোপনের ৩০-৩৫ দিন পর অর্থাৎ কাইচথোড় আসার ৫-৭ দিন পূর্বে প্রয়োগ করতে হবে। জিংকের অভাব পরিলক্ষিত হলে জিংক সালফেট এবং সালফারের অভাব পরিলক্ষিত হলে জিপসাম ইউরিয়ার মত উপরি প্রয়োগ করা যেতে পারে।

৬. রোগ বালাই ও পোকামাকড় দমন: ব্রি ধান১১২ এ রোগ বালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ প্রচলিত জাতের চেয়ে অনেক কম হয়। তবে রোগবালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমন দেখা দিলে সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থা ব্যবহার করা উচিত।

৭. আগাছা দমন: চারা রোপণের পর অন্তত ৪০-৫০ দিন পর্যন্ত জমি আগাছা মুক্ত রাখতে হবে।

৮. সেচ ব্যবস্থাপনা: রোপণের পর থেকে দুধ আসা পর্যায় পর্যন্ত জমিতে যথেষ্ট পরিমাণে রস থাকা প্রয়োজন।

৯. ফসল কাটা: ধান কাটার উপযুক্ত সময় হলো ১৬ কার্তিক-১৫ অগ্রহায়ণ অর্থাৎ ১-৩০ নভেম্বর।

আরো তথ্যের জন্য ঃ
পরিচালক (গবেষণা), ব্রি। ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd